দৈনিক বাংলা ● দৈনিক বাংলা দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 28 OCT 1991 ... পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

১০ জন আহত ঃ কারফিউ দিয়ে তল্লাশী

ভার্সিটিতে প্রচণ্ড বন্দুক যুদ্ধঃ নিহত ২

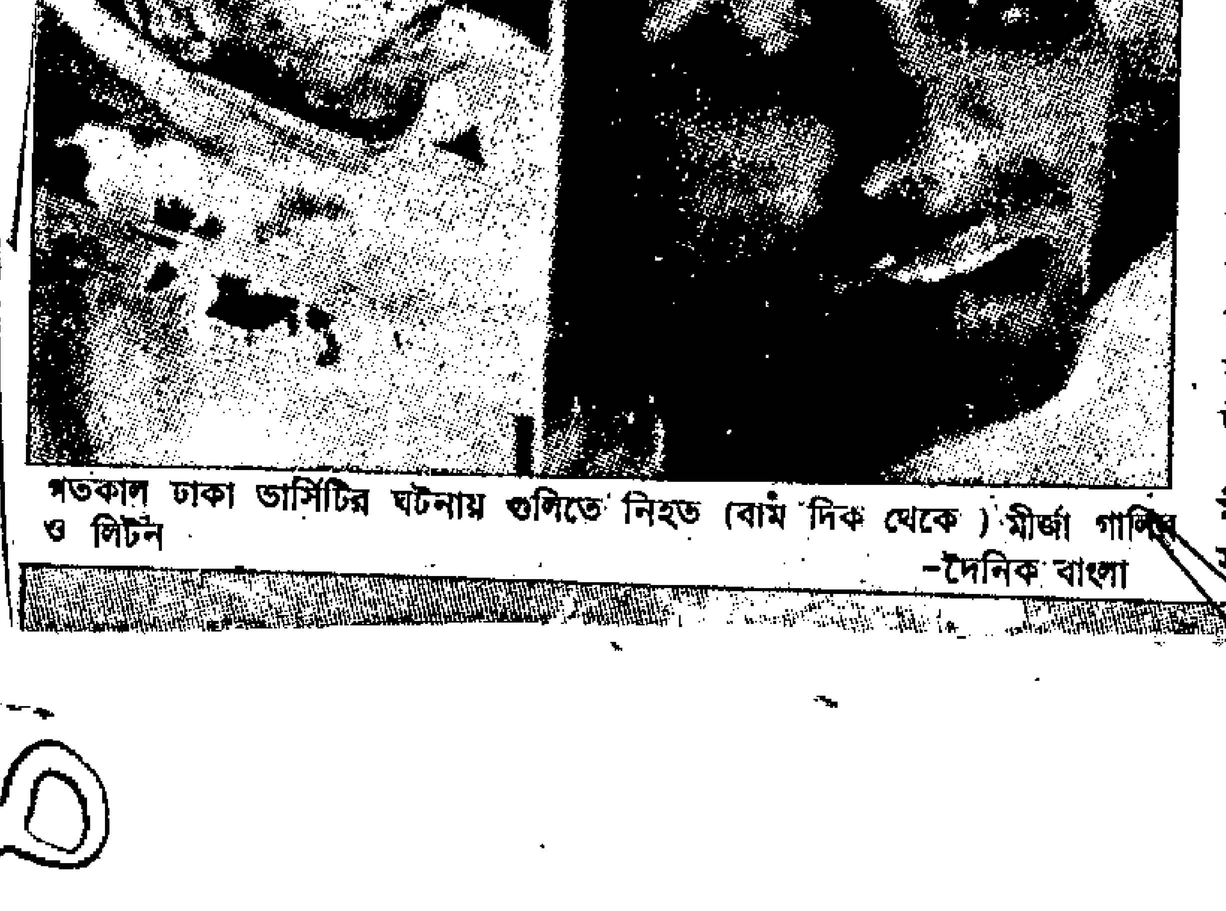

গতকাল ঢাকা ভার্সিটির ঘটনায় গুলিতে নিহত (বাম দিক থেকে) মীর্জা গালিব ও লিটন —দৈনিক বাংলা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

সন্ত্রাস কবলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল দুটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আড়াই ঘন্টা-ব্যাপী বন্দুক যুদ্ধে দুইজন ছাত্র নিহত এবং আরও দশজন আহত হয়েছে। বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের (শা–অ) মধ্যে সংঘটিত এই সংঘর্ষে দুপক্ষের মধ্যে সহস্রাধিক রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। সংঘর্ষের সময় আধুনিক সব আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করা হয়। দুই পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে কলাভবন এলাকা ও টিএসসিতে কয়েক হাজার ছাত্র–ছাত্রী আটকা পড়ে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বিকাল সাড়ে চারটা থেকে ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারী করে। কারফিউ জারী করে পুলিশ ও বিডিআর সব হলে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তল্লাশী চালায়।

গুলিতে নিহত দুইজন হচ্ছে ঢাকা কলেজের ছাত্র মীর্জা গালিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র লিটন। এরা দুজনেই ছাত্রদল কর্মী। সংঘর্ষ চলাকালে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সামনে প্রতিপক্ষের গুলিতে তারা নিহত হয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে (শা–অ) যোগদানকারী একজন ছাত্রনেতাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে ডাকসুর সদস্য পদে নির্বাচিত নির্মল চন্দ্র সম্প্রতি ছাত্রলীগে যোগ দেয়। কিন্তু ছাত্রলীগ (শা–অ) যোগদানের পর থেকে নির্মল ছাত্রদলের বাধার কারণে ডাকসু ভবনে যেতে পারছিল না। নির্মল গতকাল দুপুর সাড়ে বারটায় পাঁচটি মোটর সাইকেলে সংগঠনের সশস্ত্র সমর্থকদের নিয়ে ডাকসু ভবনের সামনে এলে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরাও কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে আসে। এর পরই দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়।

দুপুর পোনে একটা থেকে বিকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত কলাভবন, হাকিম চত্বর ও টিএসসি এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে টানা সংঘর্ষ চলে। ছাত্রলীগ (শা–অ)

(শেষ পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটিতে প্রচণ্ড বন্দুক যুদ্ধ

(প্রথম পৃঃ পর)

সমর্থকদের অবস্থান ছিল, টিএসসি ও রোকেয়া হলের সামনে। ছাত্রদল কর্মীরা অবস্থান নেয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, হাকিম চত্বর এলাকায়। সংঘর্ষের শুরুতে ছাত্রদল কর্মীরা গুলির মুখে ছাত্রলীগ কর্মীদের শামসুন্নাহার হল পর্যন্ত হটিয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তিতে ছাত্রলীগের পাল্টা আক্রমণের মুখে তাদের পিছু হটতে হয়। গতকালের সংঘর্ষে রোকেয়া হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অস্ত্রধারীরা রোকেয়া হলের ভেতরে অবস্থান নিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে গুলি ছোড়ে।

দুপুর পৌনে দুইটায় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সামনে মীর্জা গালিব গুলিবিদ্ধ হয়। এসময় চারদিক থেকে বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছিল। তাই সহযোদ্ধারা তাকে ফেলে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে একদল ছাত্রদল কর্মী আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের কলাভবনের দিকে দেয়াল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ইনস্টিটিউটের সামনে গেটের পাশের দেয়াল ভেঙে আহত গালিবকে উদ্ধার করতে যায়। এসময় গুলিতে আরও একজন ছাত্রদল কর্মী লিটন গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ লিটন ও মীর্জা আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সামনে পড়ে ছিল প্রায় আধ ঘন্টা। পরে তাদের উদ্ধার করে পিজি হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। গোলাগুলিতে টিএসসি, রোকেয়া হল, হাকিম চত্বর ও আশেপাশের এলাকায় মোট দশজন গুলিবিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় এরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আহতরা হচ্ছে বিপ্লব, মার্কেটিং বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র, বুকে গুলি লেগেছে, ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মী, মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শফিকুল আলম শফিক (২৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ছাত্র, এম কম পরীক্ষার্থী, ডান পায়ে গুলি লেগেছে, ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মিজানুর রহমান মিজান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মী, মাথায় গুলি লেগেছে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন, অবস্থা আশংকাজনক।

গাজী মোহাম্মদ শফিকুল আজম, বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্র, মাস্টার্স পরীক্ষার্থী, ডান পাঁজরে গুলি লেগেছে, বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হামিদ (২৫), ছাত্রদল কর্মী, বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, মোক্তার আলী (১৮) গার্মেন্টস কর্মচারী, পেটে গুলিবিদ্ধ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, খোকন (১০), সিগারেট বিক্রেতা, পেটে গুলিবিদ্ধ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, খোকন (৮), বুকে গুলি লেগেছে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন, হেমায়েতুল্লাহ ও আনিসুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশের ভূমিকা

গতকাল ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ যথারীতি নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তবে মাঝে মধ্যে টিএসসির ভেতরে পুলিশের একটি দল থেকে মাইকযোগে অস্ত্রধারীদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ বর্ষণ করা হয়। মাইকে অস্ত্রধারীদের প্রতি যুদ্ধ বন্ধের আহবান জানিয়ে বলা হয়, প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে ছাত্ররা যদি এভাবে মারামারি করতে থাকে তবে জাতির সামনে কোন আশা থাকবে না। অস্ত্রধারীরা এ আহবানে কর্ণপাত না করায় এক পর্যায়ে মাইকে গালাগালিও করা হয়। সংঘর্ষ চলাকালে কলাভবন, লাইব্রেরী ও টিএসসির ভেতরে কয়েক হাজার ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী আটকা পড়ে। সংঘর্ষের কারণে গতকাল বিকালে নির্ধারিত ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য, গত ২৪শে অক্টোবর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভি... মাস্টার্স পরীক্ষা ... হয় সংঘর্ষের জন... হবার পেছনে ছা...

অবরুদ্ধ ক্যাম্পা...

বিকাল সাড়ে ... হবার পর পুলি... দেখা যায়। বিকা... ক্যাম্পাসে বিপু... বিডিআর-এর স... বিভিন্ন হলের সাম... রেডিও ও টিভি... থেকে কারফিউ... করা হলেও সন্ধ্যা... যায়নি। সন্ধ্যার... ক্যাম্পাস অবরো... ফিউ কড়াকড়িভা... ক্যাম্পাসে এক... হয়।

নিরাপত্তার অভাবে ... ছাত্রীকে গতকাল বিকালেই হল ত্যাগ করে বাসায় চলে যেতে দেখা যায়।

ছাত্রদলের শোক মিছিল

নিহত মীর্জা ও লিটনের লাশ নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিকাল চারটায় পিজি হাসপাতাল থেকে একটি মিছিল বের করে। মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শোক সমাবেশে মিলিত হয়। এখানে ছাত্রদল নেতা এবং ডাকসুর জিএস খায়রুল কবীর খোকন, ইলিয়াস আলী, হাবিব উন নবী সোহেল, আলী আক্কাস নাসিম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বিকাল পাঁচটায় মিছিল সহকারে মীর্জা ও লিটনের লাশ ডাকসু ভবনের সামনে নিয়ে আসা হয়। পরে রাতে লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের মিছিল

সংঘর্ষ চলাকালে গতকাল ক্যাম্পাসে আটটি ছাত্র সংগঠনের জোট গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য কলাভবন এলাকায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সন্ধ্যায় টিএসসিতে আরেকটি সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে টিএসসির সড়ক দ্বীপের সামনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে জোটের নেতা নইমউদ্দীন, রোকনুজ্জামান সুজাত মনসুর প্রমুখ বক্তৃতা করেন, বক্তারা ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের জন্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করে বলেন, এই দুটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের কারণে দেশের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। বক্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হলে এবার ছাত্ররা হল ছাড়বে না।

আজকের ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ সোমবার অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছেন। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের ক্লাসও আজ বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলির কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং অনিশ্চিতকালের জন্য বলবৎ করা কারফিউর কারণে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

সিন্ডিকেটের সভা হয়নি

ছাত্র সংঘর্ষের পর বরাবর যেরকম সিন্ডিকেটের জরুরী সভা হয়ে থাকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সেরকম কোন সভা হয়নি। গতকাল সিন্ডিকেটের একটি পূর্বনির্ধারিত সভা ছিল। কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী কারফিউর কারণে এই নির্ধারিত সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। এবারের ছাত্র সংঘর্ষের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।